IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

গীতায় বর্ণিত সুখ: একটি পর্যালোচনা

Dr. Iti Chattopadhyay,

Associate Professor, Department of Philosophy,

Sidho-Kanho-Birsha University,

Purulia, West Bengal, India.

ভূমিকা: বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার । এই দুটি শাখার নব নব আবিষ্কার মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে -যা জীবন ও জগতের অনেক রহস্যভেদ করে আমাদের সামনে নব নব সত্যের দরজা খুলে দিয়েছে। মহাকাশ অভিযান, পারমানবিক গবেষণা, চাঁদে মানুষের অবতরণ – ইত্যাদি আমাদের বিস্মিত করে। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শুধুই যে মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে তা নয় ; তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে ভোগবাদীও করে তুলেছে। আধুনিক মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত ও নিরন্তর কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে নিরন্তর হতাশা ও অবসাদের জন্ম দিচ্ছে। আমরা দেখি যে সাধারণ ভাবে কাম্য বস্তুর প্রাপ্তি হলে আরো বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয় । এই ভাবেই এক আকাঙ্ক্ষার পূর্তির দ্বারা নতুন এক আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়, পরে এই নতুন আকাঙ্ক্ষাপূরন ও আবার একটি নতুন আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি –এইভাবে চক্রাকারে আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি পেতে থাকে যা পরিণতিতে দুঃখদায়ক হয়। জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে মানুষ নিত্য সুখ হিসাবে পেতে চাইছে যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দিতে অক্ষম। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বলেছিলেন যে “আমি যদি জানতাম যে এই জগৎ নিত্য , তাহলে আমি কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিতাম; কিন্তু এই জগতের কোন কিছুই নিত্য নয়[১]। কাজেই জগতের কোন কিছুই যদি নিত্য না হয়, তাহলে যে জাগিতক সুখের পিছনে মানুষ অহরহ ছুটে চলেছে তাও নিত্য নয়। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে গীতায় বর্ণিত সুখ এবং তার উপলব্ধি কিভাবে হতে পারে তাই মুলত: আলোচিত হয়েছে।

শ্রীমদ ভগবদ গীতা হিন্দুধর্ম গ্রন্থ মহাভারতের একটি অংশ। এটি রচিত হয়েছে ১৮ টি অধ্যায় এবং ৭০০ শ্লোক নিয়ে। এখানে মুলত: অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ নিয়ে কথপোকথন থাকলেও দার্শনিক ও নৈতিক বিষয়ও আছে।

গীতায় সুখের ধারণা

ভগবদ গীতায় আমরা দেখি সুখ শব্দটি সতেরো বার ব্যবহার হয়েছে ।তবে সুখের সমার্থক আরো যে শব্দ আছে সেগুলি নিয়ে মোট চৌত্রিশ বার সুখ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে 'সুখ' বলতে আমরা কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিকে বুঝি। গীতায় তিন রকম সুখের কথা বলা হয়েছে[২]-সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক।

সাত্ত্বিক সুখঃ- সাত্ত্বিক সুখ উৎপন্ন হয় পারমাত্মা বিষয়ক বিশুদ্ধ চিন্তা বা বুদ্ধি থেকে, যা জাগতিক মান-মর্যাদা, ধন সম্পদ এবং বিষয়জনিত সুখ ইত্যাদি থেকে মুক্ত। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মনুষ্যদেহে নির্মলতা এবং বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ নিত্য-অনিত্য, আত্ম-অনাত্ম বিষয়ে ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ফলে জাগতিক আসক্তি দূরীভূত হয়ে বৈরাগ্য ও শান্তির উদ্ভব হয়। তাই এই সুখ শুরুতে বিষময় মনে হলেও পরিণামে মধুর হয়। গীতার ভাষায়:

"সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দু:খান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।।[৩]

রাজসিক সুখঃ- ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগজন্য যে সুখ উৎপন্ন হয় , তাই হল রাজসিক সুখ, যা শুরুতে মধুর হলেও পরিণামে বিষ তুল্য হয়।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রে অমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।।[৪]

রজোগুণের বৃদ্ধিতে কর্মপ্রবৃত্তি, লোভ, আসক্তি, চিত্তের চঞ্চলতা এবং সর্বোপরি চিত্তে অশান্তির উদ্ভব হয়। সুতরাং, রজোগুণের কাজ ঠিক সত্ত্বগুণের বিপরীত।

তামসিক সুখঃ- তামসিক সুখ নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয় যা শুরুতে এবং পরিণামেও মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। গীতার ভাষায়:

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মন:।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্।।[৫]

যদিও প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন সত্ব, রজ এবং তম-এই তিনটি গুণই জীবাত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে রাখে তথাপি এই তিন প্রকার গুন থেকে উৎপন্ন তিনটি সুখের মধ্যে গীতায় সাত্ত্বিক সুখকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে কেননা এই সুখই পরমাত্মার দিকে আমাদের পরিচালিত করে এবং রাজসিক ও তামসিক সুখ সংসারে আবদ্ধ করে পরিণতিতে দু:খের জন্ম দেয়। সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন যে সুখ তা যে রাজসিক এবং তামসিক সুখ অপেক্ষা শ্রেয় তা আমরা দেখতে পাই যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উক্ত তিনপ্রকার গুণ থেকে উৎপন্ন যে সুখ তার থেকে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েও অর্জুনের অবস্থানের কথা চিন্তা করে তাকে সত্ত্বগুণে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবার আমরা এও দেখি যে গীতায় উক্ত তিন প্রকার সুখেরে কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে গীতায় আরও একপ্রকার সুখের কথা বলা হয়েছে তা হল আত্যন্তিক, অতীন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখ যা উক্ত তিনপ্রকার অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং

তামসিক সুখের অতীত অর্থাৎ এই ত্রিগুণাতীত স্বরূপভূত। উক্ত তিন প্রকার সুখ উৎপন্ন হয় , কিন্তু এটি উৎপন্ন- বিনষ্ট হয় না। তাই এটি নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ । গীতায় এই সুখকেই 'ঐকান্তিক সুখ'[৬] , 'অত্যন্ত সুখ'[৭] 'অক্ষয় সুখ'[৮], এবং 'আত্যন্তিক সুখ'[৯]" নামে অভিহিত করা হয়েছে ।

গীতায় সুখ লাভের উপায়:

গীতার মূল লক্ষ দু:খের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং 'ঐকান্তিক সুখ' উপলব্ধি। গীতায় এই সুখ লাভের উপায় হিসাবে যোগাভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। আমরা দেখি গীতার ১৮ টি অধ্যায়েই কোনো না কোনো যোগের বর্ণনা আছে যেগুলির মূল লক্ষ্য হলো 'ঐকান্তিক সুখ' , 'অত্যন্ত সুখ 'অক্ষয় সুখ, এবং 'আত্যন্তিক সুখ 'প্রাপ্ত হওয়া। এখন প্রশ্ন হল 'যোগ' কাকে বলে ? যোগের সাধারণ অর্থ হল ধ্যান। তবে গীতায় যোগের দুটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যথা –

"যোগস্থঃ কুরু কর্মানি সঙ্গং ত্যত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো: সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"।[১০]

ফলাসক্তি বর্জন করে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করে যোগস্থ হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আর এই সমত্বকেই যোগ বলা হয়। অর্থাৎ, ফলাকাঙ্খাকে বাদ দিয়ে কেবল মাত্র কর্তব্য পালন করা । এই ভাবে কাজ করলে কর্মের সাফল্য এবং ব্যর্থতাতে সমতা লাভ হয় । অর্থাৎ কার্য সম্পুর্ন হওয়া বা না হওয়া; কার্যে সফল হওয়া বা না হওয়া ;কর্ম করার জন্য প্রশংসিত হওয়া বা না হওয়া – ইত্যাদি সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সম থাকা অর্থাৎ এগুলিকে সমান জ্ঞান কারার নামই যোগ ।আর এই সমতাই হল পরমাত্মার সরূপ যার উপলব্ধিতে জীবিত অবস্থাতেই জগৎসংসার জয় করা যায় । অর্থাৎ, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির মধ্য দিয়ে ঐকান্তিক সুখপ্রাপ্তি ঘটে। গীতায় বর্ণিত যোগের দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি হলো-

"তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্"[১১] অর্থাৎ দুঃখরূপ জগৎ সংসারের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার নামই যোগ ।

উক্ত দুটি সংজ্ঞারই অর্থ এক। কারণ সমত্বে স্থিথি থেকেই দুঃখরূপ জগৎ সংসারের সঙ্গে সংযোগের বিয়োগ হয় এবং এই জগৎ সংসারের সঙ্গে সংযোগ বিয়োগ হলেই কার্যতঃ সমত্বে স্থিতি বা সমতা লাভ করা যায়। আমরা দেখি যে গীতায় নিত্য সুখ প্রাপ্তির জন্য যে ১৮ প্রকারের যোগের কথা বলা হয়েছে যেমন আর্জুন-বিষাদ যোগ, সাংখ্য-যোগ, কর্মযোগ জ্ঞানযোগ,সন্ন্যাস-যোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞান-যোগ, তারকব্রহ্ম-যোগ, রাজ-বিদ্যা-রাজ-গুহ্য-যোগ, বিভূতি-যোগ, বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ, ভক্তিযোগ, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগ, গুণ-ত্রয়-বিভাগ-যোগ, পুরুষোত্তম-যোগ, দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ-যোগ, শ্রদ্ধা-ত্রয়-বিভাগ-যোগ এবং মোক্ষ-যোগ। তবে এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ উল্লেখযোগ্য। কারণ বাকি যোগগুলি এই চারপ্রকার যোগেরই অনুসিদ্ধান্ত বলা যায়।

কর্মযোগঃ-গীতায় অকর্তব্যকে ত্যাগ করে কর্তব্য করার নামই কর্মযোগ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে, অনাসক্তভাবে, নিষ্কামভাবে লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ যে কর্ম করলে জনসাধারণকে অসৎ থেকে সৎ পথে পরিচালনা করা যাবে তাই হল

কর্মযোগ। আর এই কর্তব্য পালন করলেই কর্মের সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমতা অর্জন করে স্বতঃই যোগ প্রাপ্তি হওয়া যায় এবং ফলস্বরূপ কর্মবন্ধন নাশ হয়ে জগৎ সংসাররূপ দুঃখের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে নিত্য, ঐকান্তিক, আত্যান্তিক এবং অত্যন্ত যে সুখ তা লাভ করা যায়।

জ্ঞানযোগ: গীতায় বলা হয়েছে দুঃখের মূল কারণ সকামকর্ম এবং এই সকামকর্মের আবার মূল কারণ হল অবিদ্যা। তাই এই অবিদ্যা দুরীকরণের জন্য প্রয়োজন বিদ্যা বা জ্ঞান। জ্ঞানযোগের মাধ্যমে যোগী উপলব্ধি করতে পারবে যে আত্মা অনাত্মা যেমন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি থেকে ভিন্ন। এরফলে যোগী দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি অনাত্মার চাহিদা, কামনা, বাসনা যেগুলি দুঃখের মূল কারণ তার থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্কাম কর্মে উদবুদ্ধ হতে পারবে। জ্ঞানযোগের মাধ্যমে সমস্ত সংশয়, চাহিদা, কামনা, বাসনা দূরীভূত হলে যোগীর দুঃখমুক্তি ঘটবে। তার সসীম জীব যে অসীমের বা পরমাত্মার অন্তর্গত এই উপলব্ধি হবে অর্থাৎ যোগীর উপনিষদের বাণী "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", আত্মৈবেদং সর্বম্" –এইভাবে জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম যে এক ও অভিন্ন অর্থাৎ অস্তিত্ব যে একটিই এই উপলব্ধি হয় এবং যোগী পরমাত্মার স্বরূপ নিত্য সুখ প্রাপ্ত হয়।

ধ্যানযোগ: 'ঐকান্তিক সুখ', 'অক্ষয় সুখ, 'আত্যন্তিক সুখ 'অত্যন্ত সুখ লাভের আর একটি উপায় হলো ধ্যানযোগ। গীতায় ভাষায়:

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিত:।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহ।।"[১২]

অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর প্রতি কামনা, বাসনা আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে দেহ, মন ও চিত্তকে সংযত করে একাকী নির্জন স্থানে স্থিত হয়ে মনকে পরমাত্মায় সর্বদা নিমগ্ন রাখার নামই ধ্যানযোগ। এইযোগের সাহায্যে যোগীর ইন্দ্রিয় সংযত হয়, চিত্ত ব্রহ্মে সমাহিত থাকে। সুতরাং, ধ্যানযোগের দুটি পদ্ধতি আছে- মনকে সংযত ও একাগ্র করা এবং অনাত্ম বস্তু থেকে মনের সম্পর্ক ছিন্ন করা। ফলস্বরূপ যোগী নিরবচ্ছিন্ন নির্বাণরূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়ে 'অত্যন্ত সুখ' উপলব্ধি করে।

ভক্তিযোগ: সসীম ও অসীমের মধ্যে একাত্মতা উপলব্ধির আর একটি উপায় হলো ভক্তিযোগ। কর্মযোগীর মতো ভক্তিযোগীরও কর্তব্য হলো ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে কেবলমাত্র ভক্তির জন্য ভক্তি করা। ভক্তযোগীর কাছে এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে না এবং তার কছে তখন সমগ্র জগৎ পরমাত্মার স্বরূপে ভাসিত হয়। কাজেই ভক্তিতে কেবলমাত্র এক এবং অদ্বিতীয় ভগবানই আছেন। আর এই কথা প্রকাশ করতেই গীতাতে বলা হয়েছে "বাসুদেব সর্বম"[১৩] অর্থাৎ পরমাত্মাই সবকিছু "সদসচ্চাহম্"[১৪] অর্থাৎ 'আমিই সৎ এবং অসৎ'। ভক্তিযোগের মাধ্যমে জন্ম_মরণ চক্র দূরীভূত হয়ে পরমাত্মার সাথে একাত্মতা আসে এবং যোগী পরমাত্মার স্বরূপপ্রাপ্ত অর্থাৎ নিত্য সুখপ্রাপ্ত হয়।

সিদ্ধান্ত: গীতা আনুসারে আমরা দেখলাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ-ও ধ্যানযোগ –এই উভয়ের এবং ভক্তিযোগের মাধ্যমে যথাক্রমে জগতের জন্য, নিজের জন্য এবং ভগবানের জন্য যোগী উপযোগী হয়। আমরা আরও দেখলাম যে কর্মযোগ

জগৎ-সংসারের প্রতি আসক্তি দূরীভূত করে নিষ্কামকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। ভক্তিযোগ হলো অভেদাত্মক কিন্তু জ্ঞানে অসৎ-সৎ, প্রকৃতি-পুরুষ, জড়-চেতন ইত্যাদি দুটি করে আছে। জ্ঞানযোগের মাধ্যমে যোগীর জন্ম_মরণ চক্র দূরীভূত হয়ে দু:খমুক্তি ঘটে, অন্যদিকে ভক্তিযোগী পরমাত্মাস্বরূপপ্রাপ্ত হয়ে অনাবীল আনন্দের অধিকারী হয়। যদিও গীতায় আরো অনেক প্রকারের যোগের উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সমস্ত সাধনারই মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো অনাত্ম থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমত্ব বা সমতা অর্জন করে অসীম ও সসীমের একাত্মতা উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নিত্য, ঐকান্তিক, আত্যান্তিক, নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া।

পরিশেষে বলা যায় যে গীতায় যে 'ঐকান্তিক সুখ', 'অক্ষয় সুখ, 'আত্যন্তিক সুখ' বা 'অত্যন্ত সুখের' ধারণা আছে তা অদ্বৈত বেদান্তের আনন্দের সঙ্গে সমার্থক এবং এই সুখপ্রাপ্তি মোক্ষের সঙ্গে সমার্থক। সুতরাং গীতায় বর্ণিত সুখ বাইরের কোনো বস্তু নয় যাকে ইন্দিয়ের মাধ্যমে পাওয়া যায়। ইন্দিয়ের মাধ্যমে যাকে পাওয়া যায় তাকে গীতায় 'দুষ্পূরণীয় কাম" বা "নিত্যশত্রু" আখ্যা দেওয়া হয়েছে যার বাসস্থান হলো অহং অর্থাৎ ইন্দিয়াদি, মন বুদ্ধি এবং যা সমস্তরকম আসক্তি, রাগ, দ্বেষ, লোভ, মান এবং মোহ যেগুলি দুঃখের মূল কারণ তার উৎস। গীতা অনুসারে পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদ নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ। কামনাপ্রসূত অজ্ঞানের জন্য তার উপলব্ধ হয় না। তাই কামনা দূরীভূত হলেই এই বিবেকজ্ঞান উদ্ভাসিত হয় এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য বা যোগ উপলব্ধ হয়। সুতরাং, গীতায় বর্ণিত সুখ আসলে আত্মারই স্বরূপ যা নিত্য এবং যাকে কেবলমাত্র যোগের মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়। কারণ যোগাভ্যাসের মাধ্যমেই আত্ম এবং অনাত্ম বস্তুর মধ্যে বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং আত্মার স্বরূপ যা কিনা নিত্য সুখ ও নিরতিশয় আনন্দ তার উপলব্ধি সম্ভব হয়।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. Swami Vivekananda, Spiritual life for modern times, Sri Ramakrishna Math, Mylepore, Chennai, 600004; p-1.
২. গীতা ১৮:৩৬
৩. ঐ ১৮-৩৬-৩৭
৪. ঐ, ১৮-৩৮
৫. ১৮-৩৯
৬. ঐ, ৬:২১
৭. ঐ, ৬:২৮
৮. ঐ, ৫:২১
৯. ঐ, ৬:২১
১০. ঐ, ২:৪৮
১১. ঐ, ৬:২৩
১২. ঐ, ৬:১০
১৩. ঐ, ৭:১৯
১৪. ঐ, ৯:১৯